ষষ্ঠ অধ্যায়

অমর্ত্য সেন
(১৯৩৩ -)

এক ঝলকে ঃ

সংক্ষিপ্ত জীবনী; রচিত পুস্তকাবলি; সম্মানপ্রাপ্তি; জীবনদর্শন; অমর্ত্য সেন ও প্রাথমিক শিক্ষা; অমর্ত সেনের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা; অমর্ত্য সেন ও নারীশিক্ষা; সামর্থের শিশু শিক্ষণবিজ্ঞান; মন্তব্য।

*** সংক্ষিপ্ত জীবন ঃ**

অমর্ত্য সেনের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাণিকগঞ্জে। তাঁর জন্ম শান্তিনিকেতনে মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের গৃহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অমর্ত্য' নামকরণ করেন, যার অর্থ অমর বা অবিনশ্বর। ক্ষিতিমোহন সেন বিশ্বভারতীতে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন এবং উপাচার্যের দায়িত্বপালন করেন। অমর্ত্য সেনের পিতার নাম আশুতোষ সেন এবং মাতার নাম অমিতা সেন। অমিতা সেন বিশ্বভারতীতে আশ্রমকন্যা নামে পরিচিতা ছিলেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে অমর্ত্য সেন, সেন্ট গ্রেগরি উচ্চবিদ্যালয়ে ভরতি হন। দেশভাগের পর তাঁরা ভারতে চলে আসেন এবং তখন অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীতে ভরতি হন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে যান। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি B. A. (Hons.) ডিগ্রি লাভ করেন। ট্রিনিটি কলেজে Ph.D. ডিগ্রির জন্য ভরতি হবার পর দুই বছরের ছুটিতে তিনি কলকাতায় ফিরলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ত্রিগুণা সেন তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পান। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে গবেষণার কাজ শেষ করার জন্য ট্রিনিটিতে ফেরত যান এবং ফেলোশিপ পান। এই ফেলোশিপ তাঁকে পরবর্তী চার বছর যে-কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ দেয় বলে, তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন তাঁকে গবেষণার কাজেও সাহায্য করে। অমর্ত্য

Scanned with OKEN Scanner

সেন ট্রিনিটি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে উন্নতমানের চিন্তাভাবনা, গবেষণা, বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ, সেমিনারে বক্তব্য রাখার কাজ সমানভাবে চালিয়ে যান। তিনি অধ্যাপক জন রবিনসনের অধীনে অর্থনীতির বিকল্প কৌশলের উপর গবেষণাপত্র জমা দেন, যা তাঁকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT), স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্-এ অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এছাড়াও তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামন্ট প্রফেসর হিসাবে কর্মরত। তিনি ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যা এক অনন্য সম্মান। তিনি এখনও অর্থনীতি বিষয়ক নানাবিধ গবেষণায় ও লেখালিখিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

*** রচিত পুস্তকাবলি ঃ**

Collective Choice and Social Welfare (1970); On Economic Inequality (1973); Choice, Welfare and Measurement (1982) ; Food Economics and Entitlements (1986); On Ethics and Economics (1987); Hunger and Public Action (1989); The Quality of Life (1993); Reason before Identity (1998); Development as Freedom (1999); Rationality and Freedom (2002); The Argumentative Indian (2005).

*** প্রাপ্ত সম্মান ঃ**

তাঁর পাওয়া উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলি হল—নোবেল পুরস্কার (১৯৯৮); ভারতরত্ন (১৯৯৯); অর্ডার অফ কমপ্যানিয়ন অফ অনার, গ্রেট ব্রিটেন (২০০০); আন্তর্জাতিক মানবিক পুরস্কার (২০০২)। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ থেকে তিনি বিভিন্ন সম্মান পান, যার তালিকা দীর্ঘ।

*** জীবনদর্শন ঃ**

অমর্ত্য সেন বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমতা (equality) ও সামর্থ্য (capabilities)-এর বিকাশ সম্ভব। এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণি, বৈষম্য, ব্যবধান যেমন আছে, তেমনি শিক্ষার দ্বারা এগুলিকে অনেকটা দূর করা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাছাড়া শিক্ষা মানুষকে শেখায় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে এবং তার সার্বিক বিকাশসাধনে। অমর্ত্য

Scanned with OKEN Scanner

সেন নিজে দর্শনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং যথেষ্ট পড়াশোনা করেন। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও বিকাশের উপর তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। তাঁর নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন তাঁকে গবেষণার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

*** অমর্ত্য সেন ও প্রাথমিক শিক্ষা ঃ**

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের ব্যাপারে অমর্ত্য সেন যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের পরিবর্তনের উপর তিনি জোরালো অভিমত পেশ করেন। সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের বোঝা কমানো প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "Home tasks redundant and private tuition unnecessary"। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের গৃহকাজের চাপ কমাতে হবে এবং প্রাইভেট ট্যুইশনকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতীচী ট্রাস্ট গঠন করেন। তাঁর নোবেল পুরস্কার বাবদ পাওয়া অর্থের কিছুটা ভারত ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ব্যয় করেন। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ও গাণিতিক বিকাশ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর যতটা হওয়া দরকার ততটা না হওয়ায় তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধনের প্রস্তাব দেন। সেইসঙ্গে প্রাইভেট ট্যুইশন ব্যবস্থা শিক্ষার উন্নতি তো করছে না, পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাকে পিছিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। এর জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীকে যেমন উদ্যোগী হতে হবে, তেমনি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক/অভিভাবিকাদের সন্তানের শিক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "Basic Education is not just an arrangement for training to develop skills, it is also a recognition of the nature of the world, with its diversity and richness."। অর্থাৎ "বুনিয়াদী শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা নয়, ইহা পৃথিবীর প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিকে স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করে।" তাঁর মতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাধীনতা, যুক্তিবোধ ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

*** অমর্ত্য সেনের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ঃ**

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনার বিকাশ ও বজায় রাখার কথা অমর্ত্য সেনের লেখা ও বক্তব্যে বারবার প্রতিফলিত। ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সংহতি বজায় রাখার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

Scanned with OKEN Scanner

*** অমর্ত্য সেন ও নারীশিক্ষা ঃ**

অমর্ত্য সেন নারীশিক্ষার বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলে শিশুমৃত্যুর হার কমবে। মহিলাদের শিক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়াও প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এর জন্য সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। তাছাড়া লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের দরকার।

*** সামর্থের শিশু শিক্ষণবিজ্ঞান (Capability Pedagogy) ঃ**

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনীতিবিদ হিসাবে সারা পৃথিবীতে খ্যাত, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত শিশু শিক্ষণবিজ্ঞান বা Pedagogy-র ব্যাপারেও তিনি সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি শিক্ষার্থীর সামর্থ বা Capability-কে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে শিশু শিক্ষণবিজ্ঞানও শিশু বা শিক্ষার্থীর সামর্থের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা উচিত। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিশু/শিক্ষার্থীকে সবকিছু বিষয় একসঙ্গে বা জোর করে চাপানো ঠিক নয়, পরিবর্তে তার সামর্থ, আগ্রহ ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে যদি তাকে শিক্ষাদান করা যায় তাহলে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে।

*** মন্তব্য (Comment) ঃ**

অমর্ত্য সেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজসংস্কার, রাজনীতি—সব ক্ষেত্রেই তিনি সুচিন্তিত বক্তব্য রেখে থাকেন। তাঁর লেখা অসংখ্য বই যেমন সম্পদ, তেমনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শিক্ষাবিজ্ঞানকে যে সমৃদ্ধতর করেছে, একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

প্রশ্নাবলি

❖ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ

১. অমর্ত্য সেনের লেখা কয়েকটি পুস্তকের নাম কর।

২. অমর্ত্য সেন যে সব সম্মান পেয়েছেন তার কয়েকটির নাম উল্লেখ কর।

৩. অমর্ত্য সেনের জীবনদর্শন কি ছিল?

৪. প্রতীচী ট্রাস্ট কি?

Scanned with OKEN Scanner